

ভারতীয় উচ্চশিক্ষায় নারীদের যুগভিত্তিক ভূমিকা

পলি মাহাতো

ছাত্রী, বাংলা বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়

ড. জয়তী মাইতি

সহকারী অধ্যাপিকা, শিক্ষাবিভাগ, স্বামী বিবেকানন্দ বিশ্ববিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ:

২১ শতকে ভারতের উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থা হল বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম। সুপ্রাচীন যুগেও ভারতীয় শিক্ষার মান ছিল উচ্চ শিখরে। তৎকালীন সময়ে ঋগ্বেদিক যুগ থেকে পরবর্তী বৈদিকযুগে, মৌর্যযুগে, গুপ্তযুগেও নারীশিক্ষার যথেষ্ট অবদান উল্লেখ্য। ঋগ্বেদিক যুগে নারীশিক্ষারও যথেষ্ট সুযোগ ছিল। ধর্মচর্চা, চরিত্রগঠন, ব্যক্তিত্বের বিকাশ প্রভৃতি ছিল প্রশংসনীয়। মমতা, ঘোষা, লোপামুদ্রা, বিশ্ববারা, বিশাখা প্রমুখ বিদূষী নারী হিসাবে পরিচিত ছিলেন যা মহাকাব্য, বিনয়পিটকে, গুপ্তযুগের নারীরা, ইতিহাস ও কাব্যচর্চার প্রমাণ পাওয়া যায়। প্রাচীন যুগে নারীশিক্ষার যথেষ্ট অবদান থাকলেও মধ্যযুগে এসে তার কিছুটা সমাপ্তি ঘটে। কিন্তু বর্তমান যুগে নারীশিক্ষার ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়ায় পুনরায় নারী শিক্ষার ক্রমবিস্তার ঘটতে চলেছে। নারীশিক্ষাব্যবস্থার উন্নয়ন প্রসঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন, বিভিন্ন শিক্ষা কমিশন ও কমিটির সুপারিশ তাৎপর্য পূর্ণ ভূমিকা রাখে। পাশাপাশি কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের মধ্যে সমন্বয় সাধনে নানান কর্মসূচী বর্তমান নারী শিক্ষাকে আরও প্রসঙ্গ করে তুলছে।

শব্দসূচক: নারী ক্ষমতায়ন, শিক্ষা, সমাজ

ভূমিকা:

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের পরে ভারতের উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থা বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম। তৃতীয় স্তরের শিক্ষাব্যবস্থার প্রধান পরিচালনা পরিষদ হল বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন, যা এর মান প্রয়োগ করে সরকারকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেয়, এছাড়া কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের মধ্যে সমন্বয় সাধনে সহায়তা করে। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (ইউজিসি) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ১৫টি স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান উচ্চতর শিক্ষার তদারকি করে। আমাদের উপমহাদেশে সামাজিক দৃষ্টিকোণ থেকে নারীদের উনমানুষ হিসেবে গণ্য করা হয় এখনো। সুতরাং এখানে নারীদের শিক্ষাকে আলাদাভাবে নামকরণের প্রয়োজন পড়ে “নারী শিক্ষা” বলে। নারীদের শিক্ষার বিস্তার ঘটানোর জন্য বিভিন্ন প্রকল্প, পরিকল্পনা ও উদ্যোগ গ্রহণ এবং প্রচার প্রচারণার প্রয়োজন পড়ে।

প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতায় বিভিন্ন যুগের সমাজ নারীর মর্যাদার উন্নতি বা অবনতি যাই ঘটুক না কেন, প্রাচীন ভারতের বিভিন্ন যুগে ভারতীয় নারীর শিক্ষাগ্রহণের বিষয়টি মোটামুটিভাবে অব্যাহত ছিল। বৈদিক যুগ থেকে শুরু করে পরবর্তী দীর্ঘ সময়ের ভারতের নারীশিক্ষা সম্পর্কিত বিভিন্ন তথ্য পাওয়া যায়।

প্রেক্ষাপট:

ঋগ্বেদিক যুগে নারীশিক্ষারও যথেষ্ট সুযোগ ছিল। ধর্মুচর্চা, চরিত্রগঠন, ব্যক্তিত্বের বিকাশ প্রভৃতি ছিল এই যুগের শিক্ষার উদ্দেশ্য। এযুগে মমতা, ঘোষা, লোপামুদ্রা, বিশ্ববারা, বিশাখা প্রমুখ বিদুষী নারীর কথা জানা যায়। এযুগের নারীরা বেদের অনেক স্তোত্রও রচনা করেছিলেন। পরবর্তী বৈদিকযুগে সামগ্রিকভাবে নারীর মর্যাদা হ্রাস পেলেও নারীশিক্ষা ভালোভাবেই চালু ছিল। এযুগে কোনো কোনো নারী উচ্চশিক্ষায় অগ্রণী ছিলেন। এযুগের যে সকল নারী বিবাহের আগে পর্যন্ত বিদ্যাচর্চা করতেন, তাদের সদ্যোদ্ধাহা এবং যারা আজীবন অবিবাহিত থেকে ধর্ম ও দর্শন চর্চা করে জীবন কাটিয়ে দিতেন, তাঁদের ‘ব্রহ্মবাদিনী’ বলা হত। এযুগের বিখ্যাত বিদুষী নারী ছিলেন গার্গী, মৈত্রেয়ী প্রমুখ। মহাকাব্য ও প্রতিবাদী ধর্মের যুগে নারীর মর্যাদা হ্রাস পেলেও এযুগের বহু নারী বিদ্যাচর্চা করতেন। মহাভারতে দ্রৌপদীকে ‘পন্ডিতা’ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এযুগের অনেক নারী সামরিক শিক্ষাগ্রহণ করতেন বিনয়পটিকে বৌদ্ধ ভিক্ষুনীদের অক্ষরজ্ঞান অর্জনকে নিষিদ্ধ করা হয়নি। এযুগের নারীরা সংস্কৃত কাব্য ও নাটকও রচনা করেছেন। ভিক্ষুনীদের রচিত সংগীত ‘থেরীগাথা’ গ্রন্থে সংকলিত আছে। চন্দনা, জয়ন্তী প্রমুখ ছিলেন এযুগের উচ্চশিক্ষিতা নারী। মৌর্যযুগে শিক্ষিত নারীরা রাজকার্যেও অংশ নিতেন। সমকালীন সংস্কৃত সাহিত্যে এমন বহু নারীর উল্লেখ আছে যারা লিখতে, পড়তে ও সংগীত রচনা করতে পারতেন। কোনো কোনো নারী চিত্রশিল্পেও দক্ষ ছিলেন। মৌর্য পরবর্তী যুগে অনেক মহিলা উচ্চশিক্ষা লাভ করতেন। পাণিনি সমসময়ে নারীরা বেদ অধ্যয়ন করতেন। স্বায়ত্তশাসিত তাঁর কার্তিক গ্রন্থে অধ্যাপিকা বোঝাতে ‘উপাধ্যায়ী’ বা ‘উপাধ্যায়ী’ শব্দ ব্যবহার করেছেন। এই সময়ে অনেক অভিজাত মহিলা বৈদিক স্তোত্র, সংস্কৃত কাব্য ও নাটক রচনা করতেন। বিভিন্ন সাহিত্য থেকে গুপ্তযুগের নারীরা, ইতিহাস ও কাব্যচর্চা করত বলে ব্যাৎসায়ন উল্লেখ করেছেন। তিনি আরও উল্লেখ করেছেন যে, আদর্শ পত্নীকে সুশিক্ষিতা হতে হবে এবং তাঁকে সাংসারিক আয় ব্যয়ের হিসাব রাখতে হবে। সুপ্তযুগে দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের কন্যা প্রভাবতী গুপ্তার মত কাশ্মীর, উড়িষ্যার নারীরা উচ্চশিক্ষা গ্রহণ এযুগে সাধারণ দরিদ্র নারীদের শিক্ষার সুযোগ বিশেষ ছিলেন। হর্ষবর্ধনের আসলে চিত্রকলা, নৃত্য, সংগীত প্রবৃত্তি শিক্ষার প্রচলন ছিল। হর্ষবর্ধনের ভগ্ন রাজ্যশ্রী নিয়মিত সংগীত, নৃত্য ও অন্যান্য কলার চর্চা করতেন বলে বানভট্ট উল্লেখ করেছেন। নারীরা সাধারণত পিতৃগৃহেই শিক্ষালাভ করত। ঋগ্বেদিক যুগে নারীরা যে মর্যাদার অধিকারী ছিলেন, তা পরবর্তী বিভিন্ন যুগে বহুলাংশে হ্রাস পেয়েছিল। নারীসমাজে শিক্ষাগ্রহণের ধারা অব্যাহত থাকলেও মর্যাদায় তারা পুরুষের সমকক্ষ হতে পারেনি। তাছাড়া অধিকাংশ ঘরের নারীরা শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ থেকে বঞ্চিতই থেকে গিয়েছিল। প্রাচীন যুগে নারীশিক্ষার যথেষ্ট অবদান থাকলেও মধ্যযুগে এসে তার কিছুটা সমাপ্তি ঘটে। কিন্তু বর্তমান যুগে নারীশিক্ষার ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়ায় পুনরায় নারী শিক্ষার বিস্তার ঘটতে চলেছে।

উদ্দেশ্য:

একমাত্র নারী শিক্ষার উন্নয়ন হলেই একটি শক্তিশালী সমাজ গড়ে ওঠে। এদিক থেকে নারী শিক্ষার বিশেষ কতগুলি উদ্দেশ্য রয়েছে-

ক) নারী শিক্ষায় নারীদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস গড়ে তোলা আত্মমর্যাদা বৃদ্ধি করতে ও আত্মসচেতনতা সৃষ্টিতে সাহায্য করে।

খ) নারী শিক্ষার ওপর একটি উদ্দেশ্য হল নিজেদের সম্পর্কের দৈহিক ও যৌনতা বিষয়ক সঠিক ধারণা গড়ে তুলতে সাহায্য করে।

গ) এই শিক্ষার একটি অন্যতম উদ্দেশ্য হল কোনো বিষয় সম্পর্কে পৌঁছানোর ক্ষমতার বিকাশ ঘটায়।

ঘ) নিজ অধিকার সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করতে পারে তার উপযোগী করে গড়ে তোলা।

ঙ) নিজ অধিকার সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করে নিরক্ষরতা দূর করতে সাহায্য করে।

চ) নারীদের চাকুরি বা কাজের বাজারের উপযোগী করে গড়ে তোলা।

ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ:

এছাড়াও কর্ম সংস্থানের জন্য নারী শিক্ষা, সন্তানদের শিক্ষাদানের জন্য নারীশিক্ষা, দেশগঠনের জন্য নারী শিক্ষা, সামাজিক সচেতন এর জন্য নারী শিক্ষা, প্রভৃতি নারী শিক্ষার গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য। নারী শিক্ষার ক্ষেত্রে বিভিন্ন কমিশনের সুপারিশগুলো নিম্নে আলোচনা করা হল-

• রামকৃষ্ণ মিশনের সুপারিশ:

ক) সহশিক্ষা কলেজগুলিতে মেয়েদের জন্য প্রয়োজনীয় সুযোগ - সুবিধার ব্যবস্থা করতে হবে।

খ) মেয়েদের শিক্ষালাভের সুযোগ বৃদ্ধি করতে হবে।

গ) নারী ও পুরুষের শিক্ষার ক্ষেত্রে কতগুলি বিশেষ সাদৃশ্য থাকলেও মেয়েদের জন্য বিশেষ ধরনের শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে।

ঘ) সমাজের নাগরিক ও নারী হিসেবে মেয়েরা যাতে উপযুক্ত মর্যাদা পায় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

• মুদালিয়র কমিশনের সুপারিশ:

ক) ছেলেমেয়েদের একইপ্রকার শিক্ষা দেওয়া প্রয়োজন।

খ) মেয়েদের বিদ্যালয় যেখানে সহশিক্ষা ব্যবস্থা আছে সেখানে মেয়েদের জন্য গার্লস্‌ বিজ্ঞান পাঠের ব্যবস্থা করতে হবে।

গ) প্রয়োজন অনুসারে রাজ্যসরকারকে মেয়েদের জন্য পৃথক বিদ্যালয় স্থাপন

করতে হবে।

ঘ) মেয়েদের জন্য পাঠ্যসূচিতে সংগীত, কলা ইত্যাদি বিষয় অনুমোদিত করার সুপারিশ করেন।

ঙ) ছেলে মেয়েদের পাঠ্যক্রম যাতে একাই হয় সেদিকে রাখতে হবে।

• কোঠারি কমিশনের সুপারিশ:

ক) আগামী কয়েক বছর মেয়েদের শিক্ষা কর্মসূচির উপর বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে।

খ) স্ত্রী – পুরুষের শিক্ষার পার্থক্য যথাক্রমে স্নিয়ে আনতে হবে।

গ) মেয়েদের শিক্ষার ব্যাপারে বিশেষ কতগুলি পরিকল্পনা নিতে হবে।

ঘ) এগুলোকে গুরুত্ব অনুসারে আর্থিক সাহায্য দিতে হবে।

ঙ) মেয়েদের শিক্ষার ব্যাপারে তত্ত্বাবধান করার জন্য রাজ্য ও কেন্দ্রীয় স্তরে বিশেষ সংগঠন গড়ে তুলতে হবে।

চ) স্থানীয় চাহিদা অনুসারে মেয়েদের জন্য কলেজ প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

ছ) স্নাতকোত্তর স্তরে মেয়েদের পৃথক ব্যবস্থার প্রয়োজন।

• দুর্গাবাই দেশমুখ:

নারী শিক্ষার সামগ্রিক দিক পর্যালোচনা করার জন্য দুর্গাবাই দেশমুখ যেসব সুপারিশের কথা বলেছেন তা হল –

ক) নারীশিক্ষকে জাতীয় সমস্যা হিসাবে চিহ্নিত করতে হবে।

খ) তার জন্য সুদৃঢ় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

গ) নারী শিক্ষার জন্য কেন্দ্রস্থল একটি জাতীয় পরিষদ এবং রাজ্যস্তরের অনুরূপ একটি পর্যদ গঠন করতে হবে।

ঘ) নারী শিক্ষার ব্যাপারে সরকারকে পরামর্শ দানের জন্য একজন যুগ্ম শিক্ষা উপদেষ্টা নিয়োগ করতে হবে।

ঙ) শিক্ষার প্রতি মেয়েদের উৎসাহিত করার জন্য বৃত্তির ব্যবস্থা করতে হবে।

• হংস মেহেতা কমিটি:

নারী শিক্ষা সম্পর্কে হংস মেহেতা কমিটি যে সুপারিশ গ্রহণ করেছে তা হল –

ক) প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সহশিক্ষা ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

খ) ছেলেমেয়েদের সংখ্যাগত পার্থক্য দূর করতে হবে।

গ) তার জন্য মেয়েদের শিক্ষার প্রসার ঘটাতে হবে।

ঘ) প্রাথমিক স্তরের ছেলেমেয়েদের পাঠ্যক্রম একই থাকবে।

ঙ) মেয়েদের কারিগরি ও বৃত্তি শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে।

চ) মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও কলেজের শিক্ষক শিক্ষিকা নিয়োগ করতে হবে।

• ভক্তবৎসল কমিটি:

নারী শিক্ষা সম্বন্ধে ভক্তবৎসল কমিটিতে যেসব সুপারিশ করা হয়েছে তা নিম্নে তুলে ধরা হল –

ক) নারী শিক্ষার জন্য জনগণের সাহায্যে বেসরকারি প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে হবে।

খ) গ্রাম অঞ্চলের শিক্ষিকা ও ছাত্রীদের জন্য ছাত্রীবাসের ব্যবস্থা করতে হবে।

গ) বিদ্যালয়ে বালিকা পরিদর্শক নিয়োগ করতে হবে। যাতে করে শিক্ষার মনোন্নয়ন হয় এবং অপচয় ও অনুন্নয়ন না হয়।

ভারতীয় মনীষীদের অবদান:

ভারতবর্ষের নারীশিক্ষার উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন শিক্ষাবৃত্ত মনীষীগণ বিশেষ ভূমিকা পালন করেছেন তাদের মধ্যে বিশেষ কয়েকজনের অবদান নিম্নে আলচনা করা হল –

• বিদ্যাসাগর:

স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারে বিদ্যাসাগরের আগ্রহ ছিল গভীর। হিন্দুসমাজের সেই যুগে যখন মানুষের বিশ্বাস ছিল লেখাপড়া শিখলে স্ত্রীলোকের আসু বৈধব্য অনিবার্য। তখন সমস্ত কুসংস্কারকে উপেক্ষা করে স্ত্রী শিক্ষার বিস্তারে তার উতসাহ ও প্রচেষ্টা ছিল অক্লান্ত।

• রাজা রামমোহন রায়:

নারী শিক্ষার ক্ষেত্রে রাজা রামমোহন রায়ের অবদান বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। নারী শিক্ষার প্রসারে তিনি অজস্র প্রবন্ধ লিখেছেন। নারী শিক্ষার প্রসারের উদ্দেশ্যে তিনি প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেছিলেন এবং অন্যদেরও নারী শিক্ষার কেন্দ্র স্থাপন অনুপ্রাণিত করেছিলেন।

• স্বামী বিবেকানন্দ:

বিবেকানন্দ স্ত্রীশিক্ষার উপর যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়েছিলেন। তিনি বালিকাদের জন্য গ্রামে গ্রামে পাঠশালা প্রতিষ্ঠা করেন। নারীদের শিক্ষিত হতে বলেছেন কারণ মেয়েরা শিক্ষিত না হলে একটি জাতি সুগঠিত হতে পারেনা।এ প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন – “It is in the hand of education and pious mother that great man is born.” তাঁর মতে, পাশ্চাত্যের নারী হল পত্নী আর প্রাচ্যে তিনি হলেন জননী। বিবেকানন্দের মতে, নারী শিক্ষা দীক্ষা চরিত্র রামায়নে বর্ণিত সীতাদেবীর মতো নয়। তিনি মেয়েদের জন্য পাঠ্যক্রমের যেসব বিষয় রাখার কথা বলেছেন সেগুলো হল ধর্ম, শিক্ষা, শিল্প, বিজ্ঞান, গার্হস্থ্যবিজ্ঞান ও রান্না ইত্যাদি। তাঁর মতে, মেয়েরা অন্যের সাহায্য ছাড়াই নিজের সমস্যা নিজেরাই মেটাতে পারবে।

পৃথিবীর অন্যদেশের মেয়েদের তুলনায় এ দেশের মেয়েরা কোনো অংশে কম নয়। এইজন্য বিবেকানন্দ চেয়েছিলেন যে একদল ব্রহ্মচারিনী যারা মেয়েদের শিক্ষা দিয়ে উন্নত করে তুলবেন।

• গান্ধিজী:

গান্ধিজী নারী শিক্ষার উপর যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়েছিলেন। তিনি বলেছেন – ‘Women are the mothers of the race. Women should not be an instrument of pleasure. They should be regarded as mans helpmate.’ অর্থাৎ নারী হলো জাতির মতো, নারী শুধুমাত্র প্রশান্তি লাভের উপকরণ নয়। তাদের পুরুষের সাহায্যকারী ভূমিকা পালন করা উচিত। পরামর্শদাতার দিক থেকে নারী ও পুরুষ যেহেতু সমান, সেহেতু তাদের যথার্থ শিক্ষা প্রদান করতে হবে। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন – ‘Man and woman are of equal rank, but they are not identical. They are a peerless pair being supplementary to one another, each help the other. So that without the one the existence of other cannot be conceived therefore it follows as a necessary Corollary from those fact’s that anything that will impair the states of either of them will involve the equal, ruin of them.’

নারী শিক্ষাক্ষেত্রে সমস্যাবলীঃ

শিক্ষা ক্ষেত্রে নারীদের সমান অধিকার আইনগতভাবে স্বীকৃত হলেও অধিকারের ক্ষেত্রে বহু সমস্যা রয়ে গেছে। সেই সমস্যাগুলি হল –

- ক) কুসংস্কার
- খ) সামাজিক রক্ষণশীলতা
- গ) বাল্যবিবাহ
- ঘ) অভিভাবকএর উদাসীনতা
- ঙ) যাতায়াতের অসুবিধা
- চ) অপচয় ও অনুন্নয়ন
- ছ) নিরক্ষর অভিভাবক
- নারীশিক্ষা সমস্যা সমাধানঃ

নারীশিক্ষা প্রচারের জন্য যেসব সমস্যাগুলি লক্ষ্য করা যায় তার সমাধাগুলি হল –

- ক) অপচয় ও উন্নয়নবোধ।
- খ) মেয়েদের জন্য পৃথক বিদ্যালয় স্থাপন।
- গ) সংস্কার করা বৈচিত্র্যপূর্ণ পাঠ্যক্রম।
- ঘ) পর্যন্ত শৌচাগারের ব্যবস্থা করা।

ঙ) অবৈতনিক নারী শিক্ষার ব্যবস্থা করা।

চ) মহিলা শিক্ষক নিয়োগের ব্যবস্থা করা।

ছ) ছাত্রীবাসের ব্যবস্থা করা।

ভারতবর্ষের নারীশিক্ষা উন্নয়নের জন্য রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকার সমান ভূমিকা পালন করেছে। নিম্নে এদের পদক্ষেপগুলি তুলে ধরা হল।

• নারী শিক্ষা উন্নয়নে রাজ্যসরকারের গৃহীত পদক্ষেপগুলি হোল –

ক) মহিলা সংঘ

খ) কণ্যাশ্রী প্রকল্প

গ) রূপশ্রী প্রকল্প

ঘ) স্বামী বিবেকানন্দ স্কলারশীপ

ঙ) উত্তর কন্যা স্কলারশীপ

চ) জগদীশচন্দ্র বোস স্কলারশীপ

ছ) নাবালক স্কলারশীপ

• নারী শিক্ষা উন্নয়নে কেন্দ্রীয় সরকারের গৃহীত পদক্ষেপগুলি হোল –

(1) Digital Gender Atlas

(2) Sanva Siksha Abhiyan

(3) Udaan

(4) Beti Bachao Beti Padhao Scheme

(5) Dhanlakshmi Scheme.

(6) National Program for Education of Girls at Elementary Level

(7) Single Girl Child Scholarship.

(8) Rajiv Gandhi national fellowship Scheme

(9) National Scheme of Incentive to Girl for Secondary Education

(10) Sakshan Bharat Mission for Female Literacy

(11) Sukanya Samriddhi Scheme.

মূল্যায়ন:

প্রথাগত জ্ঞান বলতে দেশীয় জ্ঞান এবং স্থানীয় জ্ঞান সাধারণত আঞ্চলিক, আদিবাসী বা স্থানীয় সম্প্রদায়ের সাংস্কৃতিক অইতিহ্যের অন্তর্গত জ্ঞানকে বোঝায়। বিশ্ব বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পত্তি সংস্থা এবং জাতিসংঘের মতে, ঐতিহ্যগত জ্ঞান এবং ঐতিহ্যগত

সাংস্কৃতিক অভিব্যক্তি উভয় প্রকারের আদিবাসী জ্ঞান। ঐতিহ্যগত জ্ঞানের মধ্যে রয়েছে জীবিকা নির্বাহের সরঞ্জামের অইতিহ্যবাহী প্রযুক্তি এবং শিকার বা কৃষির কৌশল, ধাত্রীবিদ্যা, নৃতাত্ত্বিকবিদ্যা এবং পরিবেশগত জ্ঞান, মহাকাশীয় নৌচলাচল, নৈপুণ্যের দক্ষতা, নৃতাত্ত্বিকবিদ্যা, জলবায়ু এবং অন্যান্য। জীবিকা নির্বাহ এবং বেঁচে থাকার জন্য গুরুত্বপূর্ণ এই ধরনের জ্ঞান সাধারণত অভিজ্ঞতামূলক পর্যবেক্ষনের সঞ্চয় এবং পরিবেশের সাথে মিথস্ক্রিয়া উপর ভিত্তি করে, অনেক ক্ষেত্রে, ঐতিহ্যগত জ্ঞান একটি মৌখিক ঐতিহ্য হিসাবে ব্যক্তি থেকে ব্যক্তিতে প্রজন্মের জন্য প্রেরণ করা হয়েছে। ঐতিহ্যগত জ্ঞানের কিছু রূপ সংস্কৃতি, গল্প, কিংবদন্তি, লোককাহিনী, গান, আইন, খেলা, পৌরাণিক কাহিনী, নকশা, ভিজুয়াল আর্ট প্রকাশ পায়, যা স্থাপত্য, ঐতিহ্যগত সাংস্কৃতিক অভিব্যক্তি বিভাগের অধীনে পড়ে।

বিশ্ববিদ্যালয়, জাতীয় গুরুত্বের প্রতিষ্ঠান, গবেষণা অ উন্নয়ন গবেষণাগার এবং বিভিন্ন মন্ত্রকসহ ভারতে এবং বিদেশে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের দ্বারা করা IKS ভিত্তিক অন্তঃ এবং ট্রান্সডিসিপ্লিনারি কাজগুলিকে সহজতর অ সমন্বয় করা এবং বেসরকারি খাতের সংস্থাকে এর সাথে জড়িত হতে অনুপ্রাণিত করা। নতুন দিল্লিতে অবস্থিত শিক্ষা মন্ত্রকের ভারতীয় জ্ঞান ব্যবস্থা ধারা ইভেন্টগুলির জন্য মূল সম্পাদক্ষারী অংশীদার হোল AICTE. এইসংক্রান্ত, ২০২৩ সালের ৯ সেপ্টেম্বর এবং ১০ সেপ্টেম্বর জি ২০ মন্ত্রীপর্যায়ের সম্মেলনে প্রথমমন্ত্রী দেশবাসীর কাছে নারীক্ষমতায়ণ প্রসঙ্গে মতামত প্রকাশ করেন যে মহিলাদের উন্নতি হলে সমগ্র বিশ্বের উন্নতি হয়। ১৪০ কটি মানুষের দেশ ভারতে গ্রামীণ স্থানীয় সংস্থাগুলির নির্বাচিত প্রতিনিধিদের ৪৬ শতাংশই মহিলা। প্রকৃতির সঙ্গে তাঁদের সম্পর্ক নির্বিড় হয়ায় মহিলাদের কাছে জলবায়ু পরিবর্তনের উদ্ভাবনী সমাধানের চাবিকাঠি রয়েছে। বাজার, বিশ্ব মূল্যশৃঙ্খল এবং সুলভে অর্থের যোগানের ক্ষেত্রে তাঁরা যেসব প্রতিবন্ধকতার মুখমুখি হন তা আমাদের দূর করতেই হবে। ভারতের সভাপতিত্বকালে 'নারী ক্ষমতায়ন' – এর উপর নতুন কর্মীগণী গঠনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। উদাহরনস্বরূপ ভারতের রাষ্ট্রপতি শ্রীমতি দ্রৌপদী মুর্মু নিজেই এক প্রেরণাদায়ক উদাহরণ,এক সাধারণ উপজাতীয় প্রেক্ষাপট থেকে এসেও তিনি বর্তমানে বিশ্বের বৃহত্তম গনতন্ত্রেরনেতৃত্ব দিচ্ছেন। বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম প্রতিরক্ষা বাহিনীর তিনি কম্যান্ডার-ইন-চিফ।

নারী শক্তির সমস্মানে বলাহয় একজন শিক্ষিত মা ১০০ জন ভালো শিক্ষকের সমতুল্য বা তার বেশী হয়। সেইসঙ্গে যে কোন নারী এক বিশেষ মস্তিষ্ক চালনের জন্মগত ক্ষমতা রাখে, যা কোন পুরুষ রাখে না। নারী এই পুরুষতান্ত্রিক সমায়ে পুরুষ অধিপত্যের সমতুল্য ন্যায্য অধিকার পাবার দাবি রাখে। শিক্ষা এক নারীকে নিজেকে চেনার সুযোগ করে দেয়। সে স্বাবলম্বী হয়েও পরিবারের কল্যাণে যোগদান করার ক্ষমতা অর্জন করতে পারে।

References:

1. Sharma,R.& Afroz, z.(2014). Women Empowerment Through Higher Education. International Journal of Interdisciplinary and Multidisciplinary Studies(IJIMS), vol 1,No.5,18-22.
2. Women Empowerment in India: A Brief Discussion from the web side: https://www.ripublication.com/ijepa/ijepav1n3_1.pdf

3. Das S. Women and empowerment: Predicament or Affirmative action. *The Indian Journal of Political Science*. 2007;68(1):123-135.
4. নারীশিক্ষা https://www.researchgate.net/publication/361173484_nari_siksa_Women_Education
5. নারীশিক্ষার হার বৃদ্ধি আশাব্যঞ্জক
6. <https://www.jugantor.com/todays>
7. https://www.researchgate.net/publication/353444239_Women_Empowerment_theory_practice_process_and_importance
8. <https://wcd.nic.in/sites/default/files/National%20Policy%20for%20Empowerment%20of%20Women%202001.pdf>